অতৃপ্তি

মায়া মুখোপাধ্যায়

সারা দুপুরের ঝিমঝিমে বৃষ্টি একটু আগেই থেমেছে। ব্যালকনিতে শাড়ি সায়া সব ঝুলছিল। সেগুলি হাত দিয়ে দেখল শুকোয় নি। তারপর লিকার চায়ে আধচামচ চিনি দু ফোঁটা করে লেবুর রস---ট্রেতে চিনেমাটির বড়ো কাপে চা নিয়ে ঋদ্ধির ঘরে ঢোকে সুখমিতা। জানলার পাশে কৃষ্ণচূড়ার পাতা থেকে টুপটাপ জল গড়িয়ে পড়েছে। ঋদ্ধি আসার পর থেকেই আবহাওয়া বিচিত্র ব্যবহার করছে। এই শরতে মাঝে মাঝেই ঝিরঝির বৃষ্টি। সুখমিতাকে দেখে ঋদ্ধি বলে, শমীক ত াহলে একাই গেল দমদমে? চমকে ও ঠে সুখমিতা। চোখে জল আসে। কোনোক্রমে নিজেকে সামলাতে সামলাতে ভাবে, ধর া পড়ে গেল নাকি? কিন্তু ভাবনা ছিল নিজের পরাজয় কাউকে জানতে দেবে না। ঋদ্ধির উপস্থিতি আজ কয়দিন ধরেই সুখমিতার মনে অন্যরকম জানান দিচ্ছে আবার বুঝতে পারল।

এখন কেমন আছেন?

সুখমিতা বলে। সকাল থেকে একটু জ্বর জ্বর লাগছে ঋদ্ধির। শমীক ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার চেয়েছিল, ঋদ্ধিই বাধা দিয়েছে। চে াখ না তুলে খানিকটা আপনমনেই ঋদ্ধি বলে, ভালো তো থাকতেই হবে নিঃসঙ্গতায়। সুস্থ তো থাকতেই হবে একাকিত্বে অ ার অচঞ্চলও থাকতে হবে একান্ত বিষণ্ণতায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুখমিতা। সময় পৃথিবী জীবন সবই ধরা পড়ে সে শ্বাসে।

দিনটা ছিল বিচিত্র ধরনের মেঘলা। বৃষ্টি পড়ছে না একফোঁটা, কিন্তু বাতাসে কেমন একটা ভেজা-ভেজা ভাব। ব্যবসার ক াজে রায়গঞ্জে গিয়েছিল শমীক। বাড়ি ফিরল ঋদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে। ঋদ্ধি শমীকের বন্ধু। বর্ধমানের গ্রামের স্কুলে একসঙ্গে পড়ত। তারপর জীবন পাল্টে গেছে দু'জনেরই। কর্মজীবনে শমীক কলকাতায়, ঋদ্ধির রায়গঞ্জের কলেজে শিক্ষকতার চ াকুরি। পরবর্তীকালে দেখাসাক্ষাৎ যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে শূন্যে দাঁড়িয়েছিল। তবু একটা টান কিন্তু থেকেই গিয়েছিল। তাই এতদিন পর দেখা হবার পরেও শমীক যখন ঋদ্ধিকে তার সঙ্গে কলকাতায় যাবার প্রস্তাব জানাল, তখন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয় ঋদ্ধি । দশ বছরের বিবাহিত জীবনে সুখমিতা ঋদ্ধির অনেক গল্প শুনেছে শমীকের মুখে। পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ঋদ্ধির প্রতি যে একটা সমীহ ভাব রয়েছে সেটা বুঝতে পারে। ঋদ্ধির সম্বন্ধে একটা কৌতূহল সুখমিতারও ছিল। প্রথম আল াপেই সুখমিতা অবশ্য বুঝতে পারে শমীকের সঙ্গে ঋদ্ধির পার্থক্য অনেকটাই। শমীকের সব-কিছু উচচগ্রামে বাঁধা, গভীরত া কম। ঋদ্ধি ঠিক তার উল্টো। ধীর, স্থির, সৌম্যদর্শন। সুখমিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় শমীক বলেছিল ঋদ্ধিকে, এই আমার বউ। হাউজওয়াইফ হলেও মোটেই পর্দানসীন নয়। আমি বাড়ি না থাকলেও আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হবে না। ঋদ্ধি সকৌতুকে তাকিয়ে দেখেছিল সুখমিতাকে। আকাশী রঙের শাড়ি-ব্লাউজে অদ্ভুত একটা মায়া যেন ঘিরে আছে তাকে। লজ্জিত মুখে মৃদু হাসির আভাস ছিল সুখমিতার চোখের কোণে।

কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ির দুপুরগুলো বড়ো নির্জন। শমীক কাজে বেরিয়ে গেলে সংসারের কাজ সেরে, নিজের খাওয়াদ াওয়ার পাট চুকিয়ে শুধু অলস জীবনযাপন। দশবছরের বিবাহিতা জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই। নেই কোনো আকর্ষণ। একটা সন্তান থাকলে তবু তাকে নিয়ে খানিকটা সময় অন্যভাবে কাটানো যেত। নিজে না বদলালে কাউকে বদলানো যায় না বেশ ভালোভাবে বুঝে নিয়েছে সুখমিতা। বিয়ের পর অনেক চেষ্টা করেছে শমীককে বদলাবার, পারে নি। বরং ওর প্রচেষ্টা নিয়ে পরিচিত মহলে এমন সব হাসি-ঠাট্টা করত শমীক যার মধ্যে ভালোবাসার ছিঁটেফোঁটাও থাকত না। প্রথম

প্রথম রাগ হত, অভিমানে মুখ ভার করত, পরে বুঝেছে এ-সব নিরর্থক। এর কোনো প্রয়োজন নেই। 'কী আর করা যাবে' গোছের মনোভাবে সব-কিছুকেই একদিন মেনে নিয়েছিল। বিস্বাদের চোরা ঢেকুর গিলে ফেলে হেরে না-যাওয়ার একটা জেদে সব-কিছুকে অগ্রাহ্য করতে গিয়েছিল। জীবন এভাবেই চলছিল। কিন্তু এ কয়দিনে ঋদ্ধির উপস্থিতি সুখমিতা অন্যরকম জানান দিল। গিলে ফেলা বিস্বাদটা আবার অনেকদিন পর বেরিয়ে আসতে চাইল। বড়ো দমবন্ধ লাগে জীবন। বেঁচে থাকা জানান দিতে ইচ্ছা করে। দশবছরের বিবাহিতা জীবনে আগে কখনো এমন হয় নি সুখমিতার।

রবিবার সকালে রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল সুখমিতা। শমীক ব্রাশ হাতে এসে দাঁড়াল পেছনে। আজ দুপুরে খাওয়ার পর চলো দমদমে দিদির বাড়ি ঘুরে আসি। শমীক বলল সুখমিতাকে।

তুমি যাও, আমার যাওয়া হবে না। প্লেটে সকালের জলখাবার গোছাতে বলে সুখমিতা।

কেন যাবে না? শমীক রীতিমতো বিরক্ত হয়।

এমনি, ইচ্ছা করছে না। সুখমিতার স্পষ্ট উত্তর।

কাল সারাদিন ঘুরে এলে, আজ ইচ্ছা করছে না কেন? শমীক চেঁচায়।

অবাকদৃষ্টি চোখ তুলে সুখমিতা দেখে শমীককে। গতকাল ঋদ্ধির সঙ্গে গিয়েছিল ইস্টার্ন বাইপাসের এনার্জি পার্কে। এতে শমীকের উৎসাহ ছিল। ঋদ্ধিকে বলেছিল, একটা নতুন জিনিস দেখে আয়। আশ্চর্য এক বিজ্ঞান বিনোদন কেন্দ্র। গাছ সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে নিজের খাদ্য তৈরি করে বাঁচার যে রাস্তা বের করেছে, সে পথে মানুষও যে হাঁটতে পারে তা নিজের চোখে দেখে আয়। আমার বৌটাকে সঙ্গে নিয়ে যাস। অনেকদিন আমায় বলেছে, কাজের চাপে সময় করে উঠতে পারি নি। শমীকের এই ব্যবহারে অবাক হয় সুখমিতা। রান্নাঘরের লাগোয়া খাওয়ার ঘরে বসে কাগজ পড়ছিল ঋদ্ধি । অপমানে লজ্জায় কুঁকড়ে যায় সুখমিতা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। ঘরের পর্দা সরিয়ে এক ঝলক দেখে নেয়। ঋদ্ধির সঙ্গে হেসে গল্প করছে শমীক। শমীকের অভিনয় ক্ষমতা সত্যিই প্রশংসা করার মতো। চেয়ারের হাতলে হেলান দিয়ে কথা শুনছিল ঋদ্ধি। টেবিলের উপর জলখাবারের প্লেট নামায় সুখমিতা। তাকে দেখে শমীক বলে, ঋদ্ধিকে বলছিলাম বয়স তো অনেক হলো এবার আর দেরি না করে বিয়েটা সেরে ফেল।

হ্যাঁ, করে ফেলুন। বলেই বুঝতে পারে কেমন বোকার মত হয়ে গেল কথাটা। সাবলীল হবার চেষ্টা করে সুখমিতা, বললে, আমরাও চেষ্টা করতে পারি।

দরকার নেই, বেশ আছি ম্যাডাম, ঋদ্ধির কথায় ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। পাখার একটানা শব্দ। হঠাৎ হো হে া করে হেসে ওঠে শমীক, বুঝলি না দাম্পত্য কলহ না থাকলে দাম্পত্য প্রেম জমে না। সুখমিতা বুদ্ধিমতী। বোঝে একটু অ াগে রান্নাঘরে শমীক যে কথাগুলি বলেছে সবই শুনেছে ঋদ্ধি।

কথা বলে পরিবেশটা বদলায় ঋদ্ধিই, ম্যাডাম আজ দুপুরে খাবার মেনু কী?

কী খাবেন বলুন।

হাতটি আর ঝাল-ঝাল আলুভাজা।

কেন?

ওর জ্বরজ্বর লাগছে, শমীকই উত্তর দেয়।

ঋদ্ধির কপালে একটু হাত রাখতে ইচ্ছা করে সুখমিতার, পারে না। এমন অনেককিছুই সে পারে না, অথচ.....মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে এ জীবন। তবু আজ বুঝতে পারে জীবনের কোনো পথই দেওয়ালে গিয়ে শেষ হয় না। তারপরও জীবন থ াকে।

রাতে শোবার সময় শমীক জানায়, ঋদ্ধি কাল সকালেই চলে যাবে। সুখমিতা চুপ। বিরক্ত হয় শমীক। এত অন্যমনস্ক কেন? কাল সকালেই ঋদ্ধি রায়গঞ্জের বাস ধরবে। বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে সুখমিতার। তবু তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, যাবে-- য াবে। আমি কি করব? আর চলে যাবেন বলেই তো এসেছেন, থাকার জন্য নয়। বিছানায় শুলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে শমীক। ঘুম আসে না সুখমিতার। ব্যালকনির দিকে পা বাড়ায়। অন্ধকারে বসে ছিল ঋদ্ধি । পায়ের শব্দে চমকে ওঠে।

কে?

আমি সুখমিতা। আপনি এখানে বসে অন্ধকারে---

অন্ধকার দেখছিলাম। ঋদ্ধি বলে।
সুখমিতা জানে অন্ধকারের মধ্যেও দেখার অনেককিছু থাকে।
মাঝে মাঝে এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সেও অন্ধকার দেখে। তা নিয়ে শমীকের কত বিদ্রুপ কত রসিকতা। পাশের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে সুখমিতা।
তখন আমার বিয়ে নিয়ে খুব আগ্রহ দেখলাম। এবার বলুন তো বিয়ে--- বিবাহিত জীবন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?
জানি না, বুঝি না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি। উদাস উদাস শোনায় সুখমিতার গলা, আসলে জানেন, আজও নারীর নিজস্ব জায়গা বলে কিছু নেই। সর্বক্ষণ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানান দিতে ভালো লাগে না।
জীবন নিয়ে অনেক কথা হয় সুখমিতার ঋদ্ধির সঙ্গে। কথায় কথায় জানায় তার সন্তান না হওয়ার কাহিনীও। শমীক সুখমিতার তাড়নায় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। সুখমিতাকে এ-ব্যাপারে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আপত্তি ছিল। যুক্তি ছিল, ওর কোনো অসুবিধা না থাকলে তো বোঝা যাবে সুখমিতারই মা হওয়ার যোগ্যতা নেই। ডাক্তারের রিপোর্টে জানা যায় সুখমিতার দোষ নয়, শমীকের ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু এব্যাপারটা শমীক উল্টো বলেছিল সুখমিতাকে। দোষ সুখমিতার, তার নয়। এরপর সুখমিতা ডাক্তারের কাছে যেতে চেয়েছিল। শমীক এবারও আপত্তি জানিয়েছিল, প্রয়োজন নেই। সুখমিতার খুব মন খারাপ হয়েছিল। কয়দিন চোখে ঘুম নেই, খাওয়ার চি নেই। পরে একদিন শমীকের আলমারির লকারে রিপোর্টটা দেখে চমকে ওঠে। প্রচণ্ড একটা ঘৃণায় তার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে য ায়। তবু এ-ব্যাপারে সে একটিও কথা বলে নি, বলার ইচ্ছাও বোধ করে নি। একবার ভেবেছিল একবস্ত্রে বাড়ি থেকে সে াজা বেরিয়ে যাওয়ার কথা--- না তাও পারেনি। শুধু একটা ঘৃণা অতৃপ্তির হাহাকারে মিশে তাকে ঘিরে রয়ে গেল। সব শুনে কিছুক্ষণ কথা ছিল না ঋদ্ধির মুখে। সুখমিতার হাতটা ধরে বলেছিল, শুধু বলেছিল, ঘরে যান। অনেক রাত হয়েছে। সুখমিতার খুব কান্না পাচ্ছিল। ঋদ্ধির হাতেই ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, সামনের অন্ধকারে তাকিয়ে দেখল, কত জোনাকির ঝিকিমিকি।
সকালে চা নিয়ে ঋদ্ধির ঘরে আসে সুখমিতা। কৃষ্ণচূড়ার মাথায় কয়েকদিন পর সকালের রোদ। জানলার গ্রীলে তারই অ াভাস। ঋদ্ধি যাবার জন্য প্রস্তুত। পরনে সেই প্রথমদিনের নীল প্যান্ট আর আধ গোলাপি শার্ট। দেখে মনে হল রাতে ঘুমায় নি। সুখমিতার হাত থেকে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে, আপনি অপর্ণা সেনের 'পরমা' ছবিটা দেখেছেন?
হ্যাঁ, তবে সিনেমা হলে নয়, টিভির পর্দায়। 'পরমা' শব্দটার অর্থ আমার কাছে কী জানেন? আপনার বন্ধু বলে, ফিল্মটা ভ ালো নয়। মেয়েদের চরিত্র নষ্ট করে। সুখমিতা জানায়।
আমার কাছে 'পরমা' শব্দটার অর্থ অতৃপ্তি। ঋদ্ধি সুখমিতার চোখে চোখ রাখে। প্রত্যেক নারীর একজন করে পরমা রয়েছে আমার বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো এখানে এসে আপনাকে দেখে।
সুখমিতার অনেকদিন পর খুব কান্না পায়। হেরে না যাওয়ার জেদটা যেন কোথায় ভেসে যেতে চাইছে। দু'চোখে জল টলমল করে।
চা খেয়ে চলে যায় ঋদ্ধি । শূন্য ঘরে শূন্য মনে খালি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঋদ্ধির কথাগুলি কানে বাজতে থাকে তার--- প্রত্যেক নারীর মধ্যে একজন পরমা থাকে। এমন সত্য কথা জীবনে শোনে নি সুখমিতা।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com